বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.bteb.gov.bd

স্মারক নং ৫৭.১৭.০০০০.২০০.৯৯.০০৪.১৭.১৪

তারিখঃ ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ ব: / ০৩ জুন, ২০১৮ খ্রি:

বিষয়ঃ ০৫ জুন ২০১৮ তারিখ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন প্রসঙ্গে।

স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪৩.২৩.০০৩.১৭-৩০৬, তারিখঃ ৩১ মে, ২০১৮ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একাডেমি নিয়ন্ত্রনাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে ০৫, জুন ২০১৮ তারিখ পরিবেশ দিবস উদযাপনের জন্য অনুরোধ জনান হল।

সংযুক্তিঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ভিত্ত লেটার

স্বাক্ষরিত

(মোঃ আক্তারউজ্জামান)
পরিচালক (কারিকুলাম)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
ঢাকা-১২০৭।

বিতরণঃ

১। অধ্যক্ষ.....................................।
২। প্রধান শিক্ষক/সুপারিনটেনডেন্ট.......................।
৩। সিস্টেম এ্যানালিস্ট, কম্পিউটার সেল, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। (বিজ্ঞপ্তিটি জরুরী ভিত্তিতে ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানানো হলো)।
৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ঢাকা।
৫। অফিস নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
ঢাকা

তারিখ : ২০-০৫-২০১৮

আ. স. পত্র নং : ২২.০০.০০০০.০৭১.১৬.০০৬.১৮-১১৪

প্রিয় সচিব মহোদয়,

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত মানব পরিবেশ সম্মেলনে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) প্রবর্তন করা হয়। একই বছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৭তম অধিবেশনের প্লেনারি সেশনে বিশ্বের জনসাধারণকে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য জনসচেতনতা ও দায়িত্বশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশও যথাযোগ্য মর্যাদায় আগামী ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করবে। দিবসটি উদযাপনে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের *মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা* বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৮-এর অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন এবং জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৮ প্রদান করতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। জাতীয় কর্মসূচির সাথে মিল রেখে পরিবেশ সংরক্ষণে সকলের অংশগ্রহণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও স্থানীয় পর্যায়েও বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত হবে।

UN Environment কর্তৃক নির্ধারিত এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য হল Beat Plastic Pollution যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে আসুন প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করি এবং স্লোগান হল If you can't reuse it, refuse it যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে প্লাস্টিক পুনঃব্যবহার করি, না পারলে বর্জন করি। এই প্রতিপাদ্য ও স্লোগানের মাধ্যমে প্লাস্টিক দূষণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনগণকে সচেতন করা হয়েছে এবং পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও মানোন্নয়নের স্বার্থে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পৃথিবীর নগরসভ্যতা বিকাশের সাথে নগরজীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে প্লাস্টিক সামগ্রী (প্লাস্টিক/পলিথিন ব্যাগ, প্লাস্টিক মোড়ক ও অন্যান্য প্লাস্টিক পণ্য) ব্যবহারের মাত্রা বেড়েছে বহুগুণে। তুলনামূলক স্বল্প মূল্য, সহজলভ্যতা ও ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকায় গত কয়েক দশকে প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। UN Environment-এর এক তথ্যে দেখা যায়, বিশ্বে প্রতিবছর ৮০ লক্ষ টনের অধিক প্লাস্টিক সামগ্রী সমুদ্রে নিপতিত হয় অর্থাৎ প্রতি মিনিটে এক ট্রাক প্লাস্টিক আবর্জনা সমুদ্রে স্থান পাচ্ছে। সে হিসেবে বিশ্বে মোট প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদনের পরিমাণ আরো অনেক বেশী। প্লাস্টিক সামগ্রীর একটি বড় ক্ষতিকর দিক হলো এগুলো সাধারণতঃ প্রাকৃতিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং বছরের পর বছর প্রাকৃতিক পরিবেশে (সমতল ভূমি, পাহাড়, জলাভূমি, সমুদ্র, ইত্যাদি) অবস্থান করে বিভিন্নভাবে মানুষ, প্রাণি, উদ্ভিদ, অনুজীব ও সার্বিকভাবে জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধন করে। এছাড়া ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা বা মাইক্রোবিড/ন্যানো প্লাস্টিক খাদ্য চক্রে প্রবেশ করায় সরাসরি মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রতি বছরের মতো এবারেও যথাযথ গুরুত্বের সাথে এ দিবসটি পালনের জন্য দেশব্যাপি বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। বাংলাদেশে পলিথিন বা পলিপ্রপাইলিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, আমদানি, বাণিজ্যিক উদ্দেশে মওজুত, বিপণন ও ব্যবহার বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতিত বন্ধ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে পাট তন্তু থেকে প্রাপ্ত সেলুলোজ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে জৈব পচনশীল পলিব্যাগ ও মোড়ক প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। বেশ কয়েকটি দেশে উদ্ভাবিত জৈব পচনশীল পলিব্যাগ ও মোড়ক আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমশঃ সহজলভ্য হওয়ায় সরকার এ ধরনের বায়ো-ব্যাগ ও বায়ো-প্যাকেজিং শিল্পকে উৎসাহ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া National 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Strategy বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে প্লাস্টিক ও পলিথিনজাত বর্জ্যের সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নে দেশের সকল মানুষের সম্পৃক্ততা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দায়িত্বশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ দেশ গঠন আমাদের সকলের লক্ষ্য ও কাম্য। এ বছরের প্রতিপাদ্য ও স্লোগানের আলোকে দেশের সকল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৮ উদযাপিত হলে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও দেশের পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের নতুন প্রজন্ম বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পরিবেশ অধিদপ্তরের আর্থিক সহযোগিতা, সম্পৃক্ততা ও কারিগরি সহায়তায় দেশের সকল জেলার ২টি সরকারি (১টি বালক ও ১টি বালিকা) বিদ্যালয়সহ ঢাকা মহানগরীর নির্বাচিত ১০০টি সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মোট ২২৮টি) বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৮ উদযাপন করা হবে। আর্থিক বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর তথা সরকারের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় বিপুল জনগোষ্ঠী ও ছাত্র সমাজকে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি, আরো সচেতন, সম্পৃক্ত এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত ও বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করার মানসে দেশের সকল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৮ উদযাপনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের নির্দেশনা প্রদানে আপনার সহৃদয় সহযোগিতা কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে,

আন্তরিকভাবে আপনার

(আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

জনাব মোঃ আলমগীর
সচিব